51

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সাক্ষরতা এবং স্ব-শিক্ষা আন্দোলন

মাবরুক আলম

বাংলাদেশের মাটি আগের মতো আর রস যোগায় না। এখানকার মাটির প্রাণে উজ্জীবনের আলোকচ্ছটা নেই। অভাব এখানে জগদ্দল হয়ে সমাজের বুকে চেপে আছে। অভাবের তাড়নায় কচিপ্রাণ শিশুকেও কাজের তাগিদে রোজগারে যেতে হয়। জীবনে উজ্জ্বলতা ও উদ্দীপনা বঞ্চিত এখানকার শিশুরা রসহীন খরা জর জর পীড়িত মানুষ হিসাবে বয়োপ্রাপ্ত হচ্ছে। যেমন বেড়েছে বয়সী মানুষগুলো। ওদের প্রাণে কোন রস নেই। কি শিশু, কি মহিলা, কি পুরুষ। নিশ্চয়ই এখানে এক সময় সুখের সৌরভ ছিল, নইলে বসতি গড়বে কেন? ভাগ্যের চাকা গন্তব্য খুঁজে না পেয়ে এ দেশের অধিকাংশই জীবনের সবটুকু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। বয়সী মানুষগুলো অভাবের ভারে ন্যুব্জ। স্বপ্ন আঁকিয়ে চোখে ক্লান্তির চিহ্ন। সে চোখে ঝাপসা হয়ে আসে সব। মূলত আমাদের সবকিছুর মূলে অন্ধকারের যে স্তরটি সবচেয়ে বেশি জেঁকে ধরছে— তা হলো শিক্ষা। আমরা জর্জরিত নিরক্ষরতায়, ভূমিহীনতায়, কর্মহীনতায়, স্বাস্থ্যহীনতায়। তবুও বেঁচে আছে সবাই। বেঁচে থাকতে হয়। স্বপ্নবিলাসী মন জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। নতুন করে তাগিদ দেয় বাঁচার, সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার।

কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পরিচিতি বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের কৃষি পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এখনও অনুপস্থিত। সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাতে বসেছে। বিরূপ প্রকৃতিকে রুখতে মানুষ আবিষ্কার করেছে উন্নত প্রযুক্তি। কিন্তু ব্যবহারের জন্য চাই শিক্ষা।

নিরক্ষরতা অদক্ষতার জন্ম দেয়। অদক্ষতা উন্নয়নের অন্তরায় বলা যায়। নিরক্ষরতার কারণেই অদক্ষতার দেয়াল বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের স্রোতকে ব্যাহত করছে। উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য চাই তরুণ মেধাবী শক্তি। যা লুকিয়ে আছে আমাদের অঢেল মানব সম্পদের মাঝে। কিন্তু যে বয়সী মানুষ উন্নয়ন দেবে তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর।

২০০০ সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' অর্জনের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে চলছে তাতে সাক্ষরের সংখ্যা হবে অপ্রতুল। ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের মধ্যে রয়ে যাবে নিরক্ষরতা। ওই মানুষগুলো ক্রমেই হারিয়ে ফেলবে কর্মদক্ষতা। সেই সঙ্গে তারা হবে বঞ্চিত, প্রতারিত, নীরব, অচঞ্চল মানুষ। সমগ্র জাতিকেই এই স্থবিরতার মূল্য দিতে হবে। সাক্ষর মানুষ পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদেরকে সময়োপযোগী মানে গড়ে তুলতে পারে। আমরা যদি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে পারি, তাহলে পরিবেশ উন্নয়নের সঙ্গে স্বাস্থ্য উন্নয়নও ঘটবে। এ ক্ষেত্রে দুটো দিক স্পষ্ট; প্রথমত পরিবেশ উন্নয়নে আমরা ভবিষ্যতে আয়ের পথ উদ্ভাবন করতে পারি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্য উন্নয়ন সৃষ্টি হলে আমরা স্বাস্থ্য খাতের খরচ উদ্বৃত্ত করতে পারি। এমন সাধারণ উদাহরণ দেয়া যাবে অনেক। কিন্তু উদাহরণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনই হলো সত্যিকারের মূল্যায়ন। অর্থাৎ আমাদেরকে বাস্তবায়নের দিকে এগুতে হবে।

দেশ গঠনের প্রথম প্রয়াস জাতিকে সাক্ষর করে তোলা। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশব্যাপী স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বয়স্ক ও শিশু-কিশোরদের জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু না হলে, সাক্ষরতা অর্জন কোনদিনও সম্ভব হবে না। দেশের যুবসমাজ তাদের অবসর সময়গুলোকে সাক্ষর মানুষ গড়ার কাজে ব্যয় করলে— তাদের দক্ষতা ফেলনা যাবে না।

২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু-সমন্বিত কাঠামো প্রয়োজন। আর এ কাঠামো সৃষ্টিতে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ও হিতৈষী জনসাধারণকে সাক্ষরতার গুরুত্ব অনুধাবন করে সক্রিয় হতে হবে। আমাদের দেশে নানা কাজে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগে চাঁদা আদায় করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়াটি সাক্ষর দেশ গঠনে সানন্দে কাজে লাগানো যেতে পারে।

প্রত্যেক ইউপি মেম্বার, চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার, পৌর চেয়ারম্যান, মেয়র, এমপি যদি তাঁর নিজ এলাকায় বয়স্কদের জন্য বছরে একটি করে ২০ জনের ক্লাস পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগতি হবার সম্ভাবনা থাকবে। বিষয়টি রাজনৈতিক ও সমাজ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্য করণীয়। এছাড়াও নীতিমালার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকাকে গণশিক্ষায় নিয়োজিত করা যেতে পারে।

দেশব্যাপী ৫.৬ কোটি বয়স্ক মানুষ নিরক্ষর। এদের মধ্যে কিশোর-কিশোরীও রয়েছে। অনেকেই স্কুল ঝরেপড়া। ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে বর্তমান সকল শিশুকে স্কুলগামী করেও বয়স্কদের সাক্ষরতা যদি গ্রাহ্য না করা হয়, তাহলে নিরক্ষতার অভিশাপ কোনদিনই দূর করা সম্ভব হবে না।

২০০০ সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নে স্ব-শিক্ষা গণআন্দোলন একটি সময়োপযোগী মাধ্যম। নিজেদের উন্নয়নের পথ নিজেদেরকেই উন্মোচন করতে হবে। উন্নয়নের সহযোগী মাধ্যমগুলোও অর্জন করতে হবে নিজেদেরকে। উন্নয়নের সিঁড়ি পেরুতে প্রয়োজন দক্ষতা। দক্ষতা অর্জনের জন্য সাক্ষরতার বিকল্প নেই। আসুন, ২০০০ সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে স্ব-শিক্ষা আন্দোলনে সম্মিলিত হই।

স্ব-শিক্ষা আন্দোলনে বিশ্বাসী 'নিজেরা শিখি' ১৯৯৪ সাল থেকে স্থানীয় অর্থ সহায়তা ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সাক্ষরতা অর্জনের আহ্বান জানিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। 'নিজেরা শিখি' এ যাবত ৫৪টি জেলার ১১৯টি থানায় ৩,৫৩১ জন গণশিক্ষা সংগঠক সৃষ্টি করেছে। যাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে স্ব-শিক্ষা আন্দোলনকে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত। উক্ত সংগঠকগণ ১১,৬১৬ জন শিক্ষাসেবীর মাধ্যমে ৪,১৬,৬১২ জন পড়ুয়াকে সাক্ষরতার আলো দানে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। 'নিজেরা শিখি' ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে সর্বস্তরের জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছে। বিদ্যোৎসাহী যে কেউ একক বা সাংগঠনিকভাবে 'নিজেরা শিখি' পোস্ট বক্স নং ৮০৪৯, ঢাকা-১২১৬ ঠিকানায় যোগাযোগ করে গণশিক্ষা সংগঠক হিসাবে নিজ অঞ্চলে সাক্ষরতার সেবা দিতে পারেন।

স্ব-শিক্ষা আন্দোলন বাস্তবায়নে আমাদের আরও ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নইলে ২০০০ সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' অলীক মনে হবে। শুধুমাত্র সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভরসা নয়, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেই সাক্ষরতার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। মোদ্দা কথা, 'সবার জন্য শিক্ষা' অর্জনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার প্রয়োজন। যাঁদের ন্যূনতম ত্যাগের সুযোগ রয়েছে, তাঁদের এগিয়ে আসা জরুরী, এখনই।